তারিখ: ২৮ জুন, ২০১৪

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ

নারায়নগঞ্জ-৫ সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

প্রাথমিক বিবৃতি

পর্যবেক্ষণের পরিধি

২৬ জুন ২০১৪ তারিখে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় উপ-নির্বাচন ফলপ্রসুভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) ১৪১টির মধ্যে ৬০টি কেন্দ্রে মোট ৬০ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত উক্ত সংসদীয় এলাকার ভোটকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে এসব কেন্দ্র বাছাই করে এগুলোতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের সকলকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যাদের অনেকেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ইডব্লিউজি'র এই ব্যাপক-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় সেগুলো হল: (১) ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতকরণ এবং খোলার সময়কাল (Opening of the polling station) পর্যবেক্ষণ (২) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম (Voting Operations) পর্যবেক্ষণ (৩) ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের সমাপ্তি (Closing) ও ভোটগণনা (Counting) পর্যবেক্ষণ এবং (৪) ভোটকেন্দ্রের ভেতরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

ইডব্লিউজি'র পরিচিতি

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)।

ইডব্লিউজি কিছু অবশ্য পালনীয় আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে।

ইডব্লিউজি এর মূল ম্যানডেট (core mandate) অনুযায়ী চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনের প্রত্যেক পর্যায় এবং সংসদীয় উপ-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছে।

ফলাফল

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এ নির্বাচন ছিল অনেকাংশে শান্তিপূর্ণ যেখানে সহিংসতার কোনো ঘটনা ঘটেনি; কিন্তু বিপুল সংখ্যক ভোট জালিয়াতির ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম দক্ষ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্বাচন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে; কিন্তু ৩০% ভোটকেন্দ্রে জাল ভোট প্রদানের ঘটনা ঘটায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার সততা ক্ষুন্ন হয়েছে। পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোট প্রদানের গড় হার (mean average voter turnout) ৪৩.৫% হলেও ইডব্লিউজি মনে করে জাল ভোটের কারণে এই পরিসংখ্যানে ভোট প্রদানের প্রকৃত হারের প্রতিফলন ঘটেনি।

ভোটকেন্দ্র খোলার সময়কাল পর্যবেক্ষণ

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, ১০০% ভোটকেন্দ্র ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদিসহ যথানিয়মে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ৯২% ভোটকেন্দ্র সকাল ৮:০০ টার মধ্যে ভোট গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত সকল কেন্দ্রেই (১০০%) প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সকল ভোটকেন্দ্রেই (১০০%) যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালট বাক্সগুলো খালি অবস্থায় খুলে দেখানো হয়েছিল এবং ভোটকেন্দ্রে বাক্সগুলোতে যথাযথভাবে নিরাপত্তা সিল (security

seal) লাগানো হয়েছিল। ভোটগ্রহণ শুরুর সময়ে ৫৩% ভোটকেন্দ্রে ১-২০ জন এবং ৩% ভোটকেন্দ্রে ৪০ জনের বেশি ভোটারের লাইন পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম এবং সহিংসতা

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তাগণ দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৯২% ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে দক্ষতার সাথে অত্যন্ত সূচারুভাবে ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রের (৯৫%) কক্ষগুলো যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হলেও ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকরা বেশ কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন যেখানে প্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের অবস্থান এবং প্রস্তুতিতে ত্রুটি থাকার কারণে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে সমস্যার সম্মুখীন হন। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ৮৫% নারী ভোটকক্ষে নারী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ৭২% ভোটকেন্দ্রে যথাযথভাবে অমোচনীয় কালির কলম ব্যবহার করা হয়েছিল।

সাধারণত ইডব্লিউজি নিচের সারণিতে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী সহিংসতা এবং ভোটকার্যক্রমে অনিয়মের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে; কিন্তু এই নির্বাচনে পর্যবেক্ষিত কেন্দ্রসমূহে বিপুলসংখ্যক ভোট জালিয়াতির ঘটনা, ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ৩টি ঘটনা এবং আইন অমান্য করে নির্বাচনী প্রচারণার ৩টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সহিংসতা এবং নির্বাচনী অনিয়ম	**ঘটনার সংখ্যা**
ভোট কেন্দ্রের ভেতরে সহিংস ঘটনা	০
ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন	৩
ভোট জালিয়াতি*	১৮
আইন অমান্য করে নির্বাচনী প্রচারণা**	৩
ভোটারকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান	০
ভোটকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা	০
পোলিং এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া	০
ভোট কেন্দ্রের ভেতরে গ্রেফতারের ঘটনা	০
ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে গণনা প্রক্রিয়া দেখতে না দেয়া	৮

* ১৮টি জালভোটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং প্রতিটি ঘটনায় একাধিক ব্যালট পেপার নিয়ে তাতে সিল মারা হয়েছে।

** নির্বাচনের দিনে প্রচারণা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হলেও তা করা হয়েছে।

ভোট জালিয়াতি এবং ভোট প্রদানের হার কম হওয়ার বিষয় অনুধাবনের জন্য ইডব্লিউজি কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে যা নিচে দেওয়া হল। ইডব্লিউজি সচিবালয় সহিংসতার এসব ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছে।

- ওয়ার্ড নং-১১ এর ভোটকেন্দ্রে একদল লোক প্রবেশ করে ৮-১০ টি ব্যালট পেপার ছিনতাই করে নিয়ে তার মধ্যে সিল দিয়ে ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ভোটগ্রহণকারী কর্মকতাগনকে ঘটনা সংগঠনকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এমন কি প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্টগণকে এ সময় নিশ্চুপ থাকতে দেখা গেছে।
- আলীরটেক এলাকার একটি কেন্দ্রে ৫০-৬০ জন লোকের একটি দল প্রবেশ করে; তারা সেখানে প্রায় ২ ঘণ্টা অবস্থান করে এবং ব্যালট পেপার নিয়ে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। প্রিজাইডিং অফিসারকে তারা হুমকি দেওয়ার কারণে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন।
- দুপুর ২টার পর ১৩ নং ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে অবৈধভাবে কিছু লোক প্রবেশ করে। এ সময় ঐসব কেন্দ্রে প্রাক্কলিত ভোট প্রদানের হার ছিল ১০% এর মত। কিন্তু ২.৩০ টার পর এই হার ৪০% এর মত হয়ে যায়। একইভাবে ১৫ নং ওয়ার্ডের একটি কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৬৩২; বিকেল ৩টা পর্যন্ত ২৯০টি ভোট পড়ে। এসময় ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষককে আধা ঘণ্টার জন্য বের করে দেওয়া হয় এবং ৩.৩০টায় তাকে প্রবেশ করতে দিলে তিনি দেখেন আধা ঘন্টা সময়ে আরও ২৭৮টি পড়েছে।
- ধামগড় এলাকার একটি ভোটকেন্দ্রে ৭-৮ জন লোক প্রবেশ করে বিপুল সংখ্যক ব্যালট পেপার নিয়ে তাতে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা ও ভোটগণনা

৯৫% ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ বিকেল ৪.০০টায় ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়। । কিন্তু ৫% ভোট কেন্দ্র ভোটারদেরকে - যারা ৪.০০ টার পূর্বে বা ৪.০০টায় ভোট কেন্দ্রে এসেছেন- তাদেরকে ভোট দিতে না দিয়ে বন্ধ করা হয়। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রে (৮১%) যথাযথভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা এবং গণনা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। পর্যবেক্ষিত এসব কেন্দ্রে ভোট গণনাকালে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল যদিও ১৪% ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর এজেন্টগণকে গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ বা আপত্তি করতে দেখা গেছে। গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসারগণ ১৪% কেন্দ্রে নিয়ম অনুযায়ী ফলাফল টাঙ্গিয়ে দেয়নি।

পর্যবেক্ষণে বাধা বিপত্তি

ইডব্লিউজি'র ৬০ জন পর্যবেক্ষককে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু পর্যবেক্ষণকালে ইডব্লিউজি'র ১ জন পর্যবেক্ষককে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা বা ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা কেন্দ্র থেকে বের করে দেন। অন্যদিকে ভোট গণনার সময় ইডব্লিউজি'র ৮ জন পর্যবেক্ষককে গণনা কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

মো. আব্দুল আলীম
পরিচালক
ফোন: ০১৭৩৩৫৬৮০৪৪

(এটি একটি প্রাথমিক বিবৃতি। অধিকতর তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।)